بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৬ নভেম্বর ২০২০

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ

"যদি আহমদী নারীগণ সর্বোচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানে অধিষ্ঠিত হয়ে যান, আর প্রকৃত ধর্মপরায়ণতা অর্জন করেন তবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভবিষ্যত প্রজন্মসমূহ চিরকাল নিরাপদ হাতে থাকবে।"
- হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১৪ নভেম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলো লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ (আহমদীয়া মুসলিম নারী সংঘ বাংলাদেশ)-এর ন্যাশনাল আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)।

হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলার সদস্যাবৃন্দ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের জাতীয় সদর দপ্তর ঢাকার *দারুত তবলীগ মসজিদ কম্প্লেক্স* থেকে যোগদান করেন।

ঘণ্টাব্যাপী এ সভায়, আমেলার সদস্যাগণ নিজ নিজ বিভাগের কাজের রিপোর্ট পেশ করার এবং বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা লাভের সুযোগ পান।

কোভিড-১৯ জনিত বিধি-নিষেধের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের বাণী মানুষের নিকট প্রচারের কাজ কিভাবে করা যেতে পারে এ বিষয়ে হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয়।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কোভিড-১৯ এর বিধি-নিষেধের কারণে, অনেক দেশেই, বর্তমানে সশরীরে বাইরে গিয়ে ধর্ম প্রচারের কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং, বর্তমান সময়ে, ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য আপনাদের অন্য পন্থা অবলম্বন করা উচিত। এ সময়ে, একটি মাধ্যম হল 'অনলাইন'। উদাহরণস্বরূপ, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যাগণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে বিভিন্ন ইসলামী উদ্ধৃতি বা অনুচ্ছেদ অন্যান্যদের সাথে শেয়ার করতে পারেন যা, ইনশাআল্লাহ্, ইসলামের

শিক্ষাকে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়াসে আপনাদের জন্য নতুন দ্বারসমূহ খুলে দিবে। সুতরাং, এই পরিস্থিতিতেও, যদি আপনারা সংকল্পবদ্ধ হন এবং নতুন রাস্তাসমূহ অন্বেষণে প্রস্তুত থাকেন, তবে এমন অনেক কার্যকর পথ আপনারা পাবেন, যার মাধ্যমে আপনারা অন্যান্যদের কাছে যথাযথভাবে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতে সক্ষম হবেন।"

১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে ঘানায় অবস্থানকালে তাঁর পরিবারকে কী ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল এবং সেখানে যে সকল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন তার মোকাবেলা তিনি কীভাবে করেছিলেন, এ সম্পর্কে হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয়।

এতে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যে কোন ব্যক্তির আল্লাহ্ তা'লার উপর সর্বাবস্থায় পরিপূর্ণ আস্থা থাকা উচিত এবং তাঁর খাতিরে কোন ব্যক্তির যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এটি অবশ্যম্ভাবী যে, সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রতিকূলতার উদ্ভব হতে থাকবে, কিন্তু কোন ব্যক্তির কখনোই সেগুলোকে তার ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে এবং তার কাজ সম্পাদনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেয়া উচিত নয়। আফ্রিকায় থাকাকালীন, আমরা যে পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে বাস করেছি তাকে কঠিন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, কিন্তু আমাদেরকে যে সকল ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে ঘানায় পাঠানো হয়েছিল, সেগুলো পরিপূর্ণ করতে সকল সময়ে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এমন কঠিন পরিস্থিতিতে এটি আবশ্যক যে, এক স্ত্রী যেন তার স্বামীর সহযোগিতা করেন, এবং এক স্বামী যেন তার স্ত্রীর সহযোগিতা করেন। আসল কথা, আল্লাহ্ তা'লার ওপর যতক্ষণ আপনাদের আস্থা থাকবে, ততক্ষণ যত বড় সমস্যা বা চ্যালেঞ্জেরই আপনারা মুখোমুখি হোন না কেন, সেগুলো কখনো অনতিক্রম্য সাব্যস্ত হবে না। যদি আন্তরিক দোয়া আপনাদের চিরসাথী হয়, তবে আল্লাহ্‌র সাহায্য সর্বদা আপনাদের পাশে থাকবে। যদি আপনারা দোয়ার সাথে কঠোর পরিশ্রম করেন, তাহলে আপনাদের সামনে যে বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন, নিশ্চয়ই তা অতিক্রম করার সামর্থ আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে দান করবেন। অতএব, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, কারো কখনোই নিরাশ বা দিশাহারা হওয়া উচিত নয়।"

সভার শেষ প্রান্তে, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের সদর (সভানেত্রী) বাংলাদেশের লাজনা ইমাইল্লাহ্ ও নাসেরাতুল আহমদীয়ার সকল সদস্যার জন্য হুযূর আকদাসের বাণীর জন্য অনুরোধ করেন।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রথমত, তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' এর বাণী পৌঁছাবেন। উপরন্তু, তাদের সকলের জন্য, আমার বাণী এই যে, তাদের উচিত হবে, সর্বাবস্থায় নিজেদের ঈমানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকা। যদি বিপদাবলী এবং পরীক্ষাসমূহ আসে, তবে সেগুলো যেন কখনো আপনাদের ঈমানকে কোনভাবে দুর্বল বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে। যখনই আপনারা কোন সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট বা উদ্বেগের মুখোমুখি হবেন, আপনাদের উচিত হবে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সামনে সিজদায় মাথা নত করা।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"উপরন্তু, আপনাদেরকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আপনারা সর্বদা তাক্ওয়া (খোদাভীরুতা) অর্জনে সচেষ্ট হবেন এবং নিজ সন্তানদেরকে এমন শিক্ষা প্রদান করবেন যেন তারা ধর্মপরায়ণ ও প্রকৃত বিশ্বাসী রূপে বড় হয়। আপনাদের সন্তানদের সুরক্ষা ও পথ প্রদর্শন করতে হলে নিশ্চিতভাবে এটি আবশ্যক যে, আপনারা নিজেদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর অত্যধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করেন এবং এতে সদা-সর্বদা উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, যদি আহমদী নারীগণ সর্বোচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানে অধিষ্ঠিত হয়ে যান, আর প্রকৃত ধর্মপরায়ণতা অর্জন করেন, তবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভবিষ্যত প্রজন্মসমূহ চিরকাল নিরাপদ হাতে থাকবে। এটিই লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আর এটিই বাংলাদেশের লাজনার সকল সদস্যা, আর সকল নাসেরাত সদস্যা, যারা নিজেরাও ইনশাআল্লাহ্ একদিন মা হবেন, তাদের প্রতি আমার বাণী।"